



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক গাজীপুর

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

Safari Park

সম্পাদনায় : ড. তপন কুমার দে, বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল

সৌজন্যে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

Web : <http://www.safariparkgazipur.info.bd>

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

ভূমিকা

ভাওয়াল গড়ের ছোট ছোট টিলা (চালা) ও নীচু ভূমি (বাইদ) সমৃদ্ধ শালবনে দেখা যেত আমলকি, বহেড়া, হরিতকী, করই, শিমুল, হলদু, পলাশ, চাপালিশ, কুসুম, পিতরাজ, উদাল এবং বিবিধ লতাগুল্মরাজি। এ বনে দেখা যেত মায়া হরিণ, চিতাবাঘ, বন বিড়াল, গন্ধগকুল, শিয়াল, সজারু, অজগর, বানর, হনুমানসহ অসংখ্য প্রজাতির পাখি। শালবনে প্রায় ৬৩ প্রজাতির গাছপালা ও ২২০ প্রজাতির বন্যপ্রাণী দেখা যেত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, শিল্পায়ন, বন ধ্বংস করে কৃষি জমির বিস্তার, আবাসন, জবরদখল ও ভূমি বিরোধের কারণে শাল বনের অস্তিত্ব দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণী প্রাকৃতিক পরিবেশ, খাদ্যচক্র ও জীববৈচিত্র্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের অস্তিত্বের জন্য বন্যপ্রাণীর ভূমিকা অপরিসীম। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ভাওয়ালগড় এলাকায় “সাফারী পার্ক” প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নের বড় রাথুরা মৌজা ও সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের পিরুজালী মৌজার খন্ড খন্ড শাল বনের ৪৯০৯.০ একর বন ভূমি ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসাবে পরিচিত। এর মধ্যে ৩৬৯০.০ একর এলাকাকে সাফারী পার্কের মাস্টার প্যানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক



টাইগার সাফারীতে বিচরণরত বাঘ



লায়ন সাফারীতে বিচরণরত সিংহ

শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১০ সালে ৬৩.৯৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং পার্ক প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১১ সালের ২ ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এর আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পের শুরুতে কোন মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানের সাফারী পার্কে উন্নিত করার লক্ষ্যে একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়। মাষ্টার প্লানে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে অক্টোবর/২০১১ মাসে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর” (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক বর্ধিত আকারে ২১৯.৮৯ কোটি টাকা এবং অনুরূপভাবে অক্টোবর/২০১৩ মাসে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর” (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি বর্ধিত আকারে ২৬৩.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়।

সাফারী পার্কটি দক্ষিণ এশীয় মডেল বিশেষ করে থাইল্যান্ডের সাফারী ওয়ার্ল্ড (Safari World) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার বালি সাফারী পার্কের কতিপয় ধারণা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সাফারী পার্কের চারদিকে নির্মাণ করা হচ্ছে স্থায়ী ঘেরা এবং উহার মধ্যে দেশী/বিদেশী বন্যপ্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও আবাস বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে পর্যটকগণ চলমান যানবাহনে অথবা পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করবেন। সাফারী পার্কের ধারণা চিড়িয়াখানা হতে ভিন্নতর।

চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুসমূহ আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং দর্শনার্থীগণ মুক্ত অবস্থায় থেকে জীবজন্তু পরিদর্শন করেন। কিন্তু সাফারী পার্কে বন্যপ্রাণীসমূহ উন্মুক্ত অবস্থায় বনজঙ্গলে বিচরণ করবে এবং মানুষ সতর্কতার সহিত চলমান যানবাহনে আবদ্ধ অবস্থায় জীবজন্তুসমূহ পরিদর্শন করবেন।



পার্ক অফিস

অবস্থান ও আয়তন

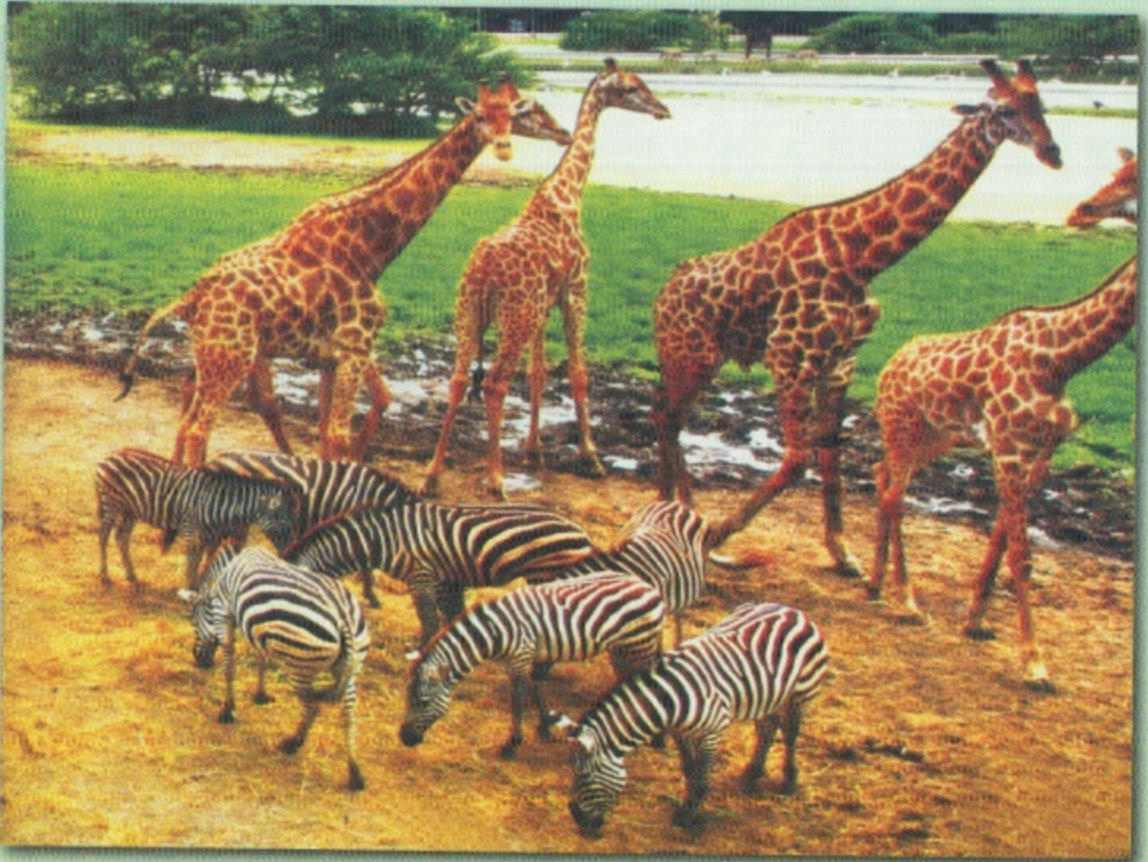
ঢাকা থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘের বাজার থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে সাফারী পার্কটির অবস্থান। সাফারী পার্কের আয়তন ৩৬৯০.০ একর। এর মধ্যে ৫৫০.০ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি রয়েছে যা সিংহভাগ অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৪০০.০ একর এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ৪০০.০ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন বাইদ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট এলাকা পর্যায়ক্রমিক ভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। বাঘের বাজার ও ভবানীপুর বাজরে প্রবেশ পথে বাঘের মডেল সম্বলিত ফটক নির্মাণ করা হয়েছে।



নেচার হিট্রি মিউজিয়াম

ঐতিহাসিক পটভূমি

গাজীপুরের শাল বন ঐতিহাসিকভাবে ভাওয়াল রাজার জমিদারী অংশ হিসেবে খ্যাত ছিল। ১৯৫০ সালের জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাসত্ত্ব আইন জারীর পর শালবনের ব্যবস্থাপনা বন বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়। তবে অধিকাংশ চালা জমি শালবন সমৃদ্ধ বনভূমি বিধায় বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বাইদ জমিসমূহ ব্যক্তিমালিকানাধীন। শালবন ঢাকার অতি নিকটে হওয়ায় দ্রুত শিল্পায়ন, জ্বরদখল, গো-চারণ ও ভূমিদস্যতার কারণে শালবনের জীববৈচিত্র্য দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। শিল্পকারখানা হতে নিঃসরিত বর্জ্যের কারণে জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন ও বন্যপ্রাণীকে ভালবাসতেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকার অতি নিকটে প্রাকৃতিক পরিবেশে পর্যটন শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে চম্পা বন বিশ্রামাগার নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত তহবিল হতে চেক প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে সাফারী পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বিগত ৩১ অক্টোবর ২০১৩ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাফারী পার্কটির শুভ উদ্বোধন করেন।



আফ্রিকান সাফারীতে বিচরণরত জিরাফ ও জেব্রা

সাফারী পার্কের মূল উদ্দেশ্য

- ১। শাল বনের বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- ২। বাংলাদেশের বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীকে নিজ আবাসস্থলে (in-situ) এবং আবাসস্থলের বাহিরে (ex-situ) সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন;
- ৩। ঢাকা মহানগরীর অতি নিকটে ইকো-ট্যুরিজমের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ৪। চিত্তবিনোদন, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা;

- ৫। বন্যপ্রাণীর খাদ্য উপযোগী ফলজ, ফডার, ও মিশ্র প্রজাতির বাগান সৃজন;
- ৬। শালবনের বন্যপ্রাণী যেমন বানর, মায়া হরিণ, বেজী, বনরুই, বাঘদাস, বন বিড়াল, খরগোশ, শিয়াল, খেকশিয়াল ও অজগরসহ বিপন্ন বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা;
- ৭। বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন বাঘ, চিতাবাঘ, সাম্ভার হরিণ, মায়া হরিণ, চিত্রা হরিণ, প্যারা হরিণ এবং অন্যান্য তৃণভোজী বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ৮। গভার, এশীয় হাতী, পরিযায়ী পাখী, জলজ পাখী, বনছাগল, সিংহ, শ্মশ্রু বীয়ার, কালো ভালুক, মিঠা পানির কুমির, লোনা পানির কুমির, নীল গাই, জলহস্তী ইত্যাদি বিপন্ন ও বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণকরন;
- ৯। আহত ও উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর চিকিৎসার নিমিত্তে বন্যপ্রাণীর সেবাশ্রম ও হাসপাতাল স্থাপন;
- ১০। সারাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি।

সাফারী পার্কের সম্পাদিত ও চলমান মূল কার্যক্রম এবং জোনসমূহ

- | | |
|---|---|
| ১। ৪০০.০ একর ভূমি অধিগ্রহণ; | ৭। ৮২০.০ একর এলাকায় |
| ২। বাইদ ভূমিতে পশুচারণভূমি সৃষ্টি; | বায়োডাইভারসিটি পার্ক (Bio- |
| ৩। ফল ও পশু খাদ্য উপযোগী বাগান সৃজন; | diversity Park) স্থাপন; |
| ৪। বিলুপ্তপ্রায় ও দূর্লভ প্রজাতির বৃক্ষরোপণ; | ৮। ৭৬৯.০ একর এলাকায় এক্সটেনসিভ |
| ৫। ১২২৫.০ একর এলাকায় কোর সাফারী | এশিয়ান সাফারী (Extensive Asian |
| পার্ক (Core Safari Park) স্থাপন; | Safari) স্থাপন; |
| ৬। ৫৬৬.০ একর এলাকায় সাফারী কিংডম | ৯। ৩৮.০ একর বঙ্গবন্ধু স্কয়ার ও পার্কিং |
| (Safari Kingdom) স্থাপন; | এলাকা। |



সম্পাদিত/নির্বাহাধীন দর্শনীয় স্থাপনাসমূহ

(ক) কোর সাফারী

- ১। বাঘ সাফারী
- ২। সিংহ সাফারী
- ৩। সাদা সিংহ সাফারী
- ৪। ভল্লুক সাফারী
- ৫। হরিণ সাফারী
- ৬। আফ্রিকান সাফারী
- ৭। সাফারী জীপ ও মিনিবাস
- ৮। আভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা
- ৯। মাংসাশী ও তৃণভোজী প্রাণীর বেষ্টনী
- ১০। বাঘের ঘর

- ১১। সিংহের ঘর
- ১২। ভল্লুকের ঘর
- ১৩। মেকানাইজড গেট
- ১৪। বার্ড আইল্যান্ড
- ১৫। যাত্রী ছাউনী
- ১৬। খাদ্য সংরক্ষণাগার
- ১৭। কোয়ারেন্টাইন শেড
- ১৮। বন্যপ্রাণী চিকিৎসালয়।
- ১৯। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার
- ২০। সেন্ট্রি পোস্ট



বিচরণরত ভল্লুক



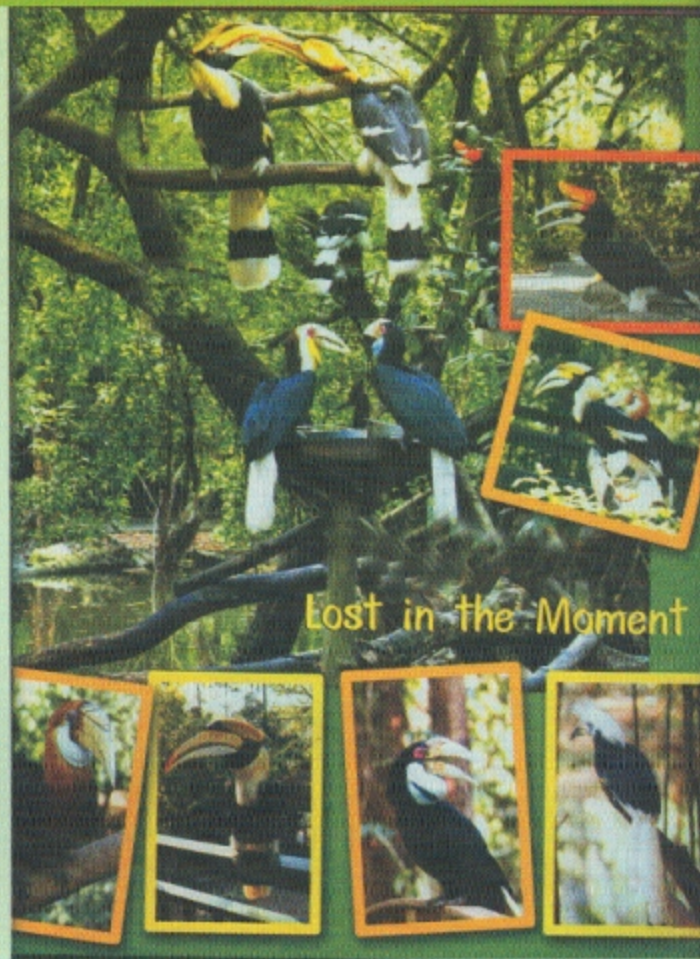
বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্টোরা



শিশু পার্ক

(খ) সাফারী কিংডম

- ১। পাহার গेट
- ২। প্রকৃতি বীক্ষন কেন্দ্র (Light & Sound Nature Interpretation Center)
- ৩। প্যারট এভিয়ারী
- ৪। ক্রাউন ফিজেন্ট এভিয়ারী
- ৫। ধনেশ এভিয়ারী
- ৬। ম্যাকাউ ল্যান্ড
- ৭। ছোট পাখিশালা
- ৮। ফেন্সি ডাক গার্ডেন (Fancy Duck Garden)
- ৯। ফেন্সি কার্প গার্ডেন (Fancy Carp Garden)
- ১০। কুমির পার্ক
- ১১। আল্পাকা বেটনী
- ১২। ক্যান্ডারু বেটনী
- ১৩। ওয়ালাবী বেটনী
- ১৪। হাতি চড়া
- ১৫। গয়াল বেটনী
- ১৬। ইমু/অস্ট্রিচ গার্ডেন
- ১৭। লিজার্ড পার্ক
- ১৮। কচ্ছপ ও কাছিম প্রজনন কেন্দ্র
- ১৯। প্রাইমেট হাউজ
- ২০। শকুন পুনর্বাসন কেন্দ্র
- ২১। লামচিটার ঘর
- ২২। হাতী শালা
- ২৩। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার
- ২৪। বুটিং ও লেক জোন
- ২৫। ফুডকোর্ট ও ওয়াশরুম
- ২৬। গোল ঘর ও ছাতা
- ২৭। পাবলিক টয়লেট
- ২৮। জিরাফ ফিডিং হাউজ
- ২৯। মেরিন এ্যাকুয়ারিয়াম
- ৩০। অর্কিড হাউজ
- ৩১। প্রজাপতি বাগান
- ৩২। পেলিকেন আইল্যান্ড
- ৩৩। বার্ড আইল্যান্ড (চলমান)
- ৩৪। বুলন্ত ব্রীজ (চলমান)
- ৩৫। ধনেশ বিশ্রামাগার (চলমান)
- ৩৬। শিশু পার্ক (চলমান)
- ৩৭। জলহস্তী বেটনী (চলমান)
- ৩৮। হাতি দেখার গ্যালারী (চলমান)
- ৩৯। এগ ওয়ার্ল্ড (চলমান)
- ৪০। পেভড রোড।
- ৪১। এইচ.বি.বি রোড
- ৪২। আভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা



ধনেশ এভিয়ারী



বর্ণীল পাখিশালা



ক্যান্ডারু

ওয়ালাবী

(গ) বঙ্গবন্ধু স্কার

- | | | | |
|-----|----------------------------|-----|--|
| ১। | পার্ক অফিস | ১৪। | জলাধার |
| ২। | তথ্য কেন্দ্র | ১৫। | অফিসার্স ডরমেটরী |
| ৩। | ডিসপেন্সে ম্যাপ | ১৬। | স্টাফ ডরমেটরী |
| ৪। | গাইড ম্যাপ | ১৭। | পাবলিক টয়লেট |
| ৫। | বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্টোরা | ১৮। | পর্যবেক্ষণ টাওয়ার |
| ৬। | সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্টোরা | ১৯। | আরসিসি ছাতা |
| ৭। | ন্যাচার হিস্ট্রি মিউজিয়াম | ২০। | যাত্রী ছাউনী |
| ৮। | ঐরাবতী বিশ্রামাগার | ২১। | সিটিং বেঞ্চ |
| ৯। | ময়ূরী বিশ্রামাগার | ২২। | পার্কিং এরিয়া |
| ৯। | প্রধান ফটক | ২৩। | গুভার হেড ট্যাক্সসহ পানি সরবরাহ |
| ১০। | টিকেট কাউন্টার | ২৪। | পাকা এপ্রোচ রোড (বাঘের বাজার-ইন্দ্রপুর
ও ভবানীপুর বাজার-ইন্দ্রপুর |
| ১১। | ফোয়ারা | ২৫। | আভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা |
| ১২। | বন্যপ্রাণী মডেল কর্ণার | ২৬। | বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন |
| ১৩। | ফুলের বাগান | | |



আফ্রিকান সাফারীতে বিচরণরত স্প্রিংবক



আফ্রিকান সাফারীতে বিচরণরত অরিন্স

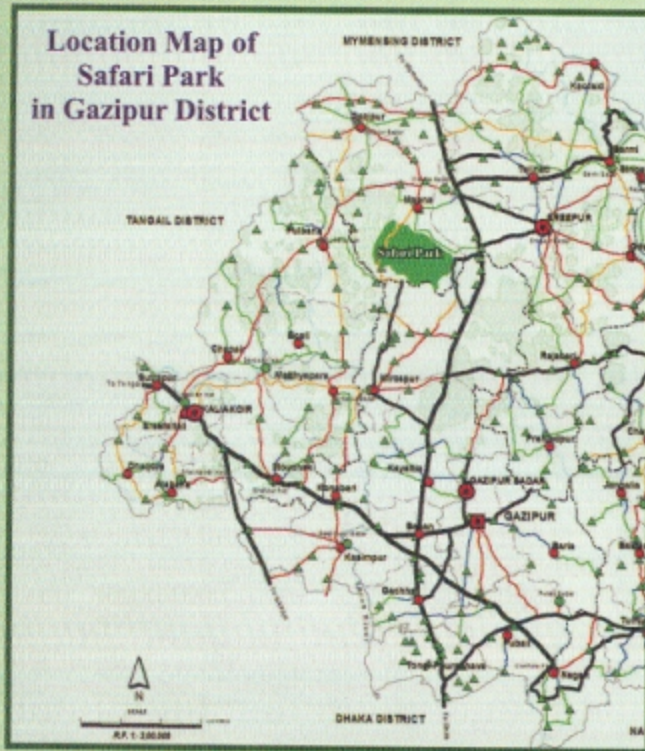


বেষ্টনীতে আল্পাকা

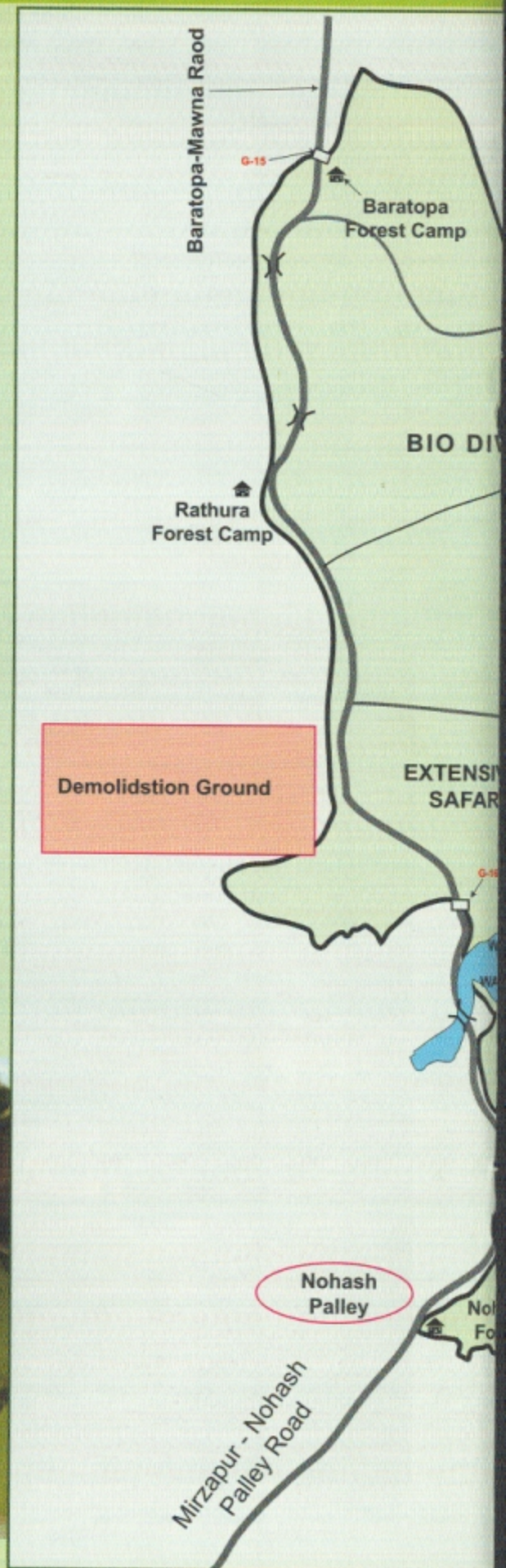
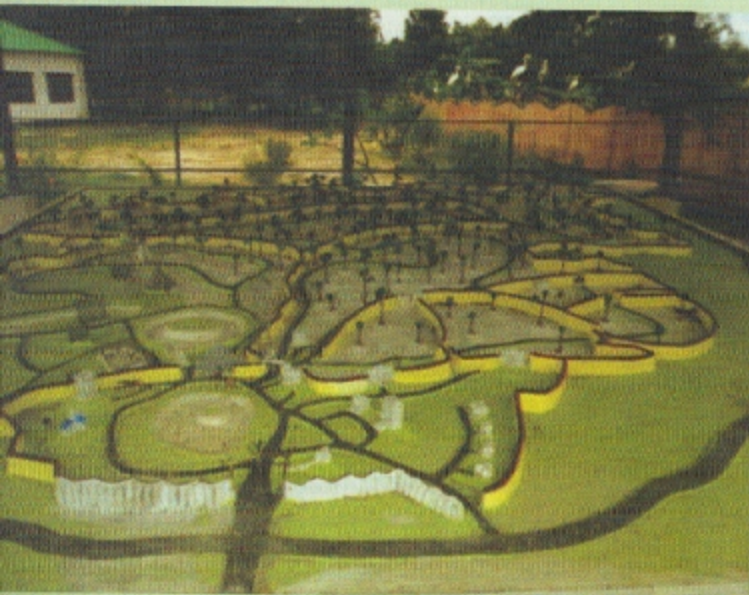


বেষ্টনীতে উট পাখি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক গাজীপুর এর অবস্থান ম্যাপ



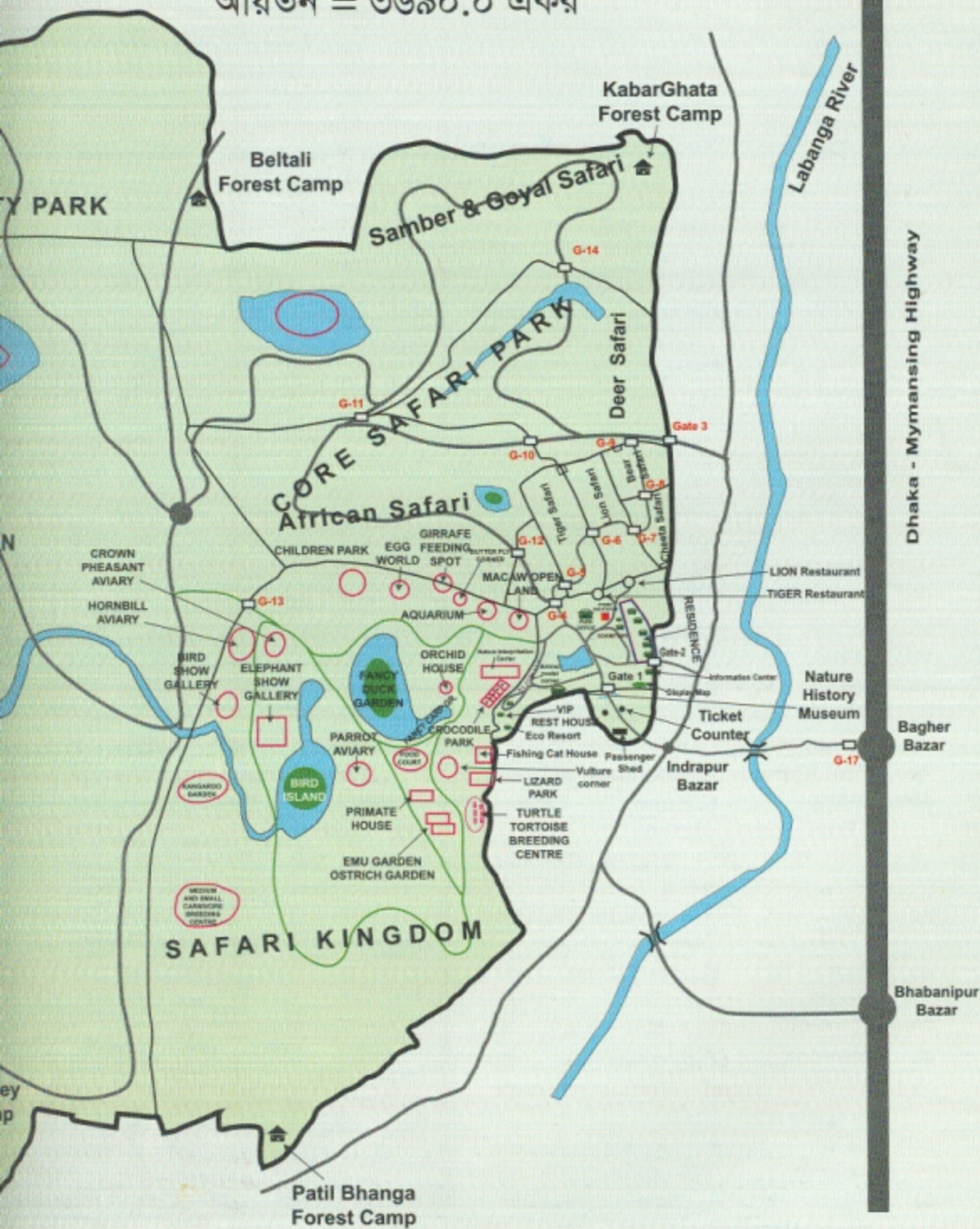
ডিসপ্লে ম্যাপ



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক গাজীপুর এর ম্যাপ

স্কেল = ১:৭৯২০

আয়তন = ৩৬৯০.০ একর



(চ) অবমুক্ত ও বেষ্টিনীতে রাখা পশুপাখি

- ১। বাঘ Royal Bengal Tiger (*Panthera tigris*)
- ২। সিংহ Asiatic Lion (*Panthera leo*)
- ৩। হাতি Elephant (*Elephas maximus*)
- ৪। জিরাফ Giraffe (*Giraffa camelopardalis*)
- ৫। জেব্রা Zebra (*Equus zebra*)
- ৬। ওয়াইল্ডবিষ্ট Wildebeest (*Connochaetes gnou*)
- ৭। ব্রেসবক Blesbok (*Damaliscus pygargus phillipsi*)
- ৮। ভল্লুক Himalayan Black Bear (*Ursus thibetanus*)
- ৯। গয়াল Gaur (*Bos gaurus*)
- ১০। চিত্রা হরিণ Spotted Deer (*Axis axis*)
- ১১। মায়া হরিণ Barking Deer (*Muntiacus muntjak*)
- ১২। প্যারা হরিণ Hog Deer (*Hyelaphus porcinus*)
- ১৩। সাম্বার Sambar Deer (*Cervus unicolor*)
- ১৪। অরিক্স Oryx (*Oryx gazelle*)
- ১৫। সেবল এন্টিলপ Sable Antelope (*Hippotragus niger*)
- ১৬। আল্পাকা Alpaca (*Vicugna pacos*)
- ১৭। মিনি হর্স Mini Horse (*Equus ferus caballus*)
- ১৮। ব্ল্যাক বাক Black Buck (*Antelope cervicapra*)
- ১৯। জলহস্তী Hippopotamus (*Hippopotamus amphibius*)
- ২০। ক্যাম্পার Red Kangaroo (*Macropus rufus*)
- ২১। ওয়ালাবি Redneck Wallaby (*Macropus rufogriseus*)
- ২২। বানর Rhesus Monkey (*Macaca mulatta*)
- ২৩। হনুমান Common Langur (*Semnopithecus entellus*)
- ২৪। মিঠা পানির কুমির Mugger Crocodile (*Crocodylus palustris*)
- ২৫। নোনা পানির কুমির Salt Water Crocodile (*Crocodylus porosus*)
- ২৬। বাংলা শকুন Bengal Vulture (*Gyps bengalensis*)
- ২৭। গ্রিফন শকুন Griffon Vulture (*Gyps fulvus*)
- ২৮। অজগর Python (*Python morulus*)
- ২৯। গুইসাপ Bengal Monitor (*Varanus bengalensis*)
- ৩০। গুইসাপ Water Monitor (*Varanus salvator*)
- ৩১। ইমু পাখি Emu (*Dromaius novaehollandiae*)
- ৩২। উট পাখি Ostrich (*Struthio camelus*)
- ৩৩। ময়ূর Peafowl (*Pavo cristatus*)
- ৩৪। রাজ ধনেশ Great Hornbill (*Buceros bicornis*)
- ৩৫। কাক ধনেশ Pied Hornbill (*Anthraceroceros coronatus*)
- ৩৬। নীল সোনালী ম্যাকাউ Blue and Gold Macaw (*Ara ararauna*)
- ৩৭। সবুজ ম্যাকাউ Green-winged Macaw (*Ara chloropterus*)
- ৩৮। আফ্রিকান গ্রে-প্যারট African Grey Parrot (*Psittacus erithacus*)
- ৩৯। টিয়া Rose-ringed Parakeet (*Psittacula krameri*)
- ৪০। পেলিকেন Great White Pelican (*Pelecanus cristatus*)
- ৪১। ফ্রেমিংগো Greater Flamingo (*Phoenicopterus roseus*)
- ৪২। লুটিনো রিংনেক প্যারট Mutation Ring-neck Parrot (*Psittacula krameri*)
- ৪৩। সান কনিয়ুর Sun Conure (*Aratinga solstitialis*)
- ৪৪। জাভিয়া কনিয়ুর Jendaya Conure (*Aratinga jandaya*)
- ৪৫। ব্ল্যাক সোয়ান Black Swan (*Cygnus atratus*)
- ৪৬। মিউট সোয়ান Mute Swan (*Cygnus olor*)
- ৪৭। ম্যান্ডারিন ডাক Mandarin Duck (*Aix galericulata*)
- ৪৮। করোলিনা ডাক Carolina Duck (*Aix galericulata*)
- ৪৯। গোল্ডেন ফিজেন্ট Golden Pheasant (*Chrysolophus pictus*)
- ৫০। সিলভার ফিজেন্ট Silver pheasant (*Lophura nyctenthera*)
- ৫১। গ্রেসন ক্রেন Grey Crowned Crane (*Balearica regulorum*)
- ৫২। বিভিন্ন জাতের কাছিম ও কচ্ছপ



বিচরণরত চিত্রা হরিণ

এছাড়া শালবনে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রজাতির পাখি, সরীসৃপ, উভচর ও স্তন্যপায়ী প্রাণী।

সাফারী পার্কের থিমेटিক এরিয়া (Thematic Area)

অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যান (Master Plan) অনুযায়ী ৪ (চার) ধরনের থিমेटিক এরিয়া রয়েছে। (১) কোর সাফারী পার্ক (Core Safari Park), (২) সাফারী কিংডম (Safari Kingdom), (৩) বায়োডাইভারসিটি পার্ক (Biodiversity Park) এবং (৪) এক্সটেনসিভ এশিয়ান সাফারী পার্ক (Extensive Asian Safari Park) প্রতিষ্ঠা করা।



আফ্রিকান সাফারীতে বিচরণরত ওয়াল্ডিবিষ্ট

১। কোর সাফারী পার্ক

কোর সাফারী পার্কে সাফারী গাড়ী ব্যতীত কোন পর্যটক প্রবেশ করতে পারবেন না তবে তিনি বন্যপ্রাণী বেষ্টিত মুক্ত অবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণরত বন্যপ্রাণী সমূহ গাড়ীতে চড়ে অবলোকন করতে পারবেন। কোর সাফারী পার্ক ১২১৭.০ একর এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হবে; যার মধ্যে ২০.০ একরে বাঘ, ২১.০ একরে সিংহ, ৮.৫০ একরে কালো ভাল্লুক, ৮.০ একরে আফ্রিকান চিত্রা, ৮১.৫০ একর চিত্রা হরিণ, ৮০.০ একরে সাম্বার ও গয়াল, ১০৫.০ একরে হাতী, ৩৫.০ একরে জলহস্তী, ৩০.০ একরে মায়া ও প্যারা হরিণ, ২৫.০ একরে নীলগাই এবং বারো সিংগা, ১৬৪.০ একরে Oryx Gazelle, Sable এবং Black Buck সহ পাখীদ্বীপ, ৪০৭.০ একরে বন্য মহিষ, Water Buffalo, Water Buck এবং Indian Bison থাকবে এবং আফ্রিকান সাফারী পার্কের জন্য বরাদ্দ ২৪০.০ একর এলাকাকে সুবিন্যস্ত করা হবে। প্রথম পর্যায়ে বাঘ, সিংহ, সাদা সিংহ, জেব্রা, জিরাফ, ব্রেসবক, ওয়াল্ডিবিষ্ট, অরিস্ত্র, ব্ল্যাকবাক, ভল্লুক, চিত্রাহরিণ ও আফ্রিকান বন্যপ্রাণীর বেস্টনি নির্মাণ করে সংশ্লিষ্ট বন্যপ্রাণী অবমুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য বেস্টনি নির্মাণের কাজ চলমান আছে। পর্যটকদের পরিভ্রমণের জন্য ২টি মিনিবাস ও ২টি সাফারী জীপ ক্রয় করা হয়েছে।

২। সাফারী কিংডম

সাফারী কিংডমে পর্যটকগণ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে পারবে এবং প্রাণিকূলকে ছোট-খাট বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হবে। সাফারী কিংডমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর নৈপুণ্য ও খেলাধুলা প্রদর্শনের মাধ্যমে পর্যটকদের চিত্তবিনোদন, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা। সাফারী কিংডম ৫৫৬.০ একর এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এর প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পাহাড় গেট, প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র, মেকাউ ও ছোট জাতের পাখিশালা, মেরিন এ্যাকুরিয়াম, Fancy Carp Garden, Fancy Duck Garden, জিরাফ ফিডিং স্পট, পেলিকেন আইল্যান্ড, বোটিং ও লেকজোন; বৃহৎ আকারের গাছপালা ঘেরা ক্রাউন্ট ফিজেন্ট এভিয়ারী, ধনেশ এভিয়ারী, প্যারট এভিয়ারীসহ দেশি-বিদেশী পাখির পাখীশালা (Aviary), কুমির পার্ক, অর্কিড হাউজ, প্রজাপতি বাগান, শকুন ও পেঁচা কর্ণার, এগ ওয়ার্ল্ড, কচ্ছপ-কাছিম ব্রিডিং সেন্টার, লামচিটা হাউজ, ক্যান্ডার বাগান, হাতী-শো গ্যালারী, সর্প পার্ক, লিজার্ড পার্ক, ফুডকোর্ট, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও জলাধার ইত্যাদি। অধিকাংশ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়ার শেষ পর্যায়ে আছে।



ম্যাকাউ ল্যান্ড

৩। বায়োডাইভারসিটি পার্ক

এই পার্ক প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিরল, বিলুপ্তপ্রায়, দুর্লভ ও বিপন্ন প্রজাতির গাছের জীন-পুল সংরক্ষণ (Gene Pool Conservation) করা। এছাড়া এ পার্কে শালবন এবং জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের নিমিত্তে উপযোগী বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হবে। এ পার্কটিকে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান র‍্যাপলিকা (Replica) হিসাবে স্থাপন করা হবে। বায়োডাইভারসিটি পার্কের এলাকা নিধারণ করা হয়েছে ৮২০.০ একর। এই পার্কে বাংলাদেশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য কে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

৪। এক্সটেনসিভ এশিয়ান সাফারী পার্ক

এই পার্কে সকল এশীয় তৃনভোজী এবং ছোট মাংসাশী প্রাণি, পাখি, সরিসৃপ ও উভচর প্রাণি নিয়ে এক্সটেনসিভ সাফারী পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে। বন্যপ্রাণির আবাসস্থলের জন্য উপযোগী চারণ ভূমি, বন বাগান, জলাধার, ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যমান প্রাকৃতিক বনভূমির উন্নয়ন করা হবে। এই পার্কের এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৬৯.০ একর। পার্কের পশ্চিমাংশে বাঁধ ও Spillway নির্মাণ করে অতিথি পাখির জন্য জলাধার তৈরী করা হবে।

বঙ্গবন্ধু স্কয়ার

পার্কের প্রবেশ পথে পার্কিং এলাকা, বিনোদন উদ্যান ও প্রশাসনিক কাজে ৩৮.০ একর এলাকা নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্কয়ার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রধান ফটকের সামনে রয়েছে বিশাল পার্কিং এলাকা। এখানে নির্মাণ করা হয়েছে আকর্ষণীয় মুরাল ও মডেলসহ প্রধান ফটক, ফোয়ারা, জরাধার ও লেক, তথ্যকেন্দ্র, পার্ক অফিস, ডরমেটরী, বিশ্রামাগার, নেচার হিস্ট্রি মিউজিয়াম, ঐরাবতী বিশ্রামাগার, ময়ূরী বিশ্রামাগার, ইকো-রিসোর্ট, ডিস্পেন্স ম্যাপ, আরসিসি বেঞ্চ ও ছাতা, বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্টোরা, সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্টোরা, বন্যপ্রাণীর মডেল কর্নার, টিকেট কাউন্টার ও গণশৌচাগার ইত্যাদি।



উদ্বোধনী ফলক



বন্যপ্রাণীর মডেল



ফেম্পি ডাক গার্ডেন



কুমির পার্ক



প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র

বাঘ ও সিংহের সাফারী পরিভ্রমণ

বাঘ ও সিংহের বেষ্টনীতে সাফারী বাস ও জীপে করে পর্যটকগণ প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণরত বাঘ, সিংহ, সাদা সিংহ দেখতে পাবেন। ইতোমধ্যে বাঘ ও সিংহ অবমুক্ত করা হয়েছে।

কালো ভল্লুক সাফারী পরিভ্রমণ

এ বেষ্টনীতে মুক্ত অবস্থায় ৮টি কালো ভল্লুক আছে। মিনিবাস ও জীপে চড়ে পর্যটকগণ প্রাকৃতিক পরিবেশে ভল্লুক দেখতে পাবেন।

আফ্রিকান সাফারী পরিভ্রমণ

এ বেষ্টনীতে অবমুক্ত করা হয়েছে জিরাফ, জেব্রা, ব্লু ওয়াল্ডবিষ্ট, ব্ল্যাক ওয়াল্ডবিষ্ট, ব্রেসবক, অরিস্স ও ব্ল্যাকবাক ইত্যাদি। বাস ও জীপে চড়ে এসকল প্রাণী উপভোগ করতে পারবেন।

পার্কের প্রবেশ ফি :

১। প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিজন	- ৫০ টাকা
২। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছরের নীচে)	- ২০ টাকা
৩। ছাত্র/ছাত্রী	- ১০ টাকা
৪। শিক্ষা সফরে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ (৪০-১০০ জন) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্রসহ	- ৪০০ টাকা
৫। শিক্ষা সফরে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ (১০০ জন এর উর্ধ্বে) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্রসহ	- ৮০০ টাকা
৬। বিদেশী পর্যটক প্রতিজন ৫ ইউ এস ডলার বা সমপরিমাণ টাকা	

পার্কিং ফি :

১। বাস/কোচ/ট্রাক প্রতিটি	- ২০০ টাকা
২। মিনিবাস/মাইক্রোবাস প্রতিটি	- ১০০ টাকা
৩। কার/জীপ প্রতিটি	- ৬০ টাকা

৪। অটোরিক্সা/টেক্সু (সিএনজি) প্রতিটি	- ২০ টাকা
৫। গাড়ীতে করে সাফারী পার্ক পরিদর্শন (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) প্রতিজন	- ৫০ টাকা
৬। গাড়ীতে করে সাফারী পার্ক পরিদর্শন (প্রাপ্ত বয়স্ক) প্রতিজন	- ১০০ টাকা

অন্যান্য ফি :

১। ক্রাইন ফিজন্ট এ্যাফিয়ারী পরিদর্শন	- ১০ টাকা
২। ধনেশ এ্যাভিয়ারী পরিদর্শন	- ১০ টাকা
৩। প্যারট এ্যাভিয়ারী পরিদর্শন	- ১০ টাকা
৪। প্যাডেল বোটে ভ্রমণ (ত্রিশ মিনিট)	- ২০০ টাকা

প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র

এ কেন্দ্রে বাংলাদেশের প্রায় সকল ধরনের বনাঞ্চলের গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর মডেল, মুরাল ও স্টাফিং তৈরী করে আলো ও শব্দধ্বনি প্রবাহের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চল সম্পর্কে দর্শকদেরকে সাম্যক ধারণা প্রদান করা হয়। প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্রে প্রায় ৯৮০ ধরনের বন্যপ্রাণী ও অসংখ্য গাছ-পালার মডেল মুরাল তৈরী করা হয়েছে। প্রায় ১২ মিনিটের দীর্ঘ একটি স্বব্যখ্যায়িত অডিও-ভিস্যুয়াল (Audio-visual) প্রোগ্রামের মাধ্যমে দর্শকগণ আনন্দ লাভ করতে পারবেন।

ন্যাচার হিস্ট্রি মিউজিয়াম

এখানে প্রায় ২০০০ প্রজাতির মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহাবশেষ, নমুনা ও স্টাফিং সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাফারী পার্কে ন্যাচারেল হিস্ট্রি মিউজিয়াম নির্মাণ যুগান্তকারী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এতে পর্যটক, শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দ বিপদাপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারবেন। তাছাড়া ডাটাবেজ হতে গবেষক ও শিক্ষার্থীরা বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সকল প্রকার তথ্য পেতে সমর্থ হবেন।

ক্রাউন ফিজেন্ট, প্যারট ও ধনেশ পাখি শালা

সাফারী পার্কের কিংডমের পশ্চিমাংশে নির্মাণ করা হয়েছে আলাদা আলাদা ভাবে বিশাল ৩টি পাখি শালা। এ সকল পাখিশালাতে প্রাকৃতিক বনের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য গাছপালাসহ নেট দিয়ে ঢাকা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জাতের প্যারট, ফিজেন্ট ও ধনেশ পাখি অবমুক্ত করা হয়েছে।

শকুন পুনর্বাসন কেন্দ্র

আমাদের দেশের সকল প্রজাতির শকুন মহা বিপদাপন্ন। ইতিমধ্যেই রাজ শকুন আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিশেষ করে শকুনের আবাসস্থান বড় গাছপালা ও খাবারের অভাবে এরা হুমকির সম্মুখীন তাই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আহত ও উদ্ধার করা বাংলা শকুন ও গ্রিফন শকুন বিশাল আকৃতির নেট ও বেটনীতে বিশেষভাবে রাখা হয়েছে যাতে করে তাদের বংশ বিস্তার হয়। এছাড়াও চিকিৎসা সেবাদানের পরে সুস্থ শকুনসমূহ অবমুক্ত করা হয়ে থাকে।





ঐরাবতী বিশ্রামাগার



ফোয়ারা



মেরিন একুয়ারিয়াম

ফেল্পি ডাক ও কার্প গার্ডেন

সাফারী পার্কের কিংডমের মাঝে বৃত্তাকার লেকটিকে কেন্দ্র করে বিচিত্র ধরনের দেশী বিদেশী সোয়ান ও ডাক অবমুক্ত করা হয়েছে। বৃত্তাকার লেকের দক্ষিণ পূর্বাংশে বিচিত্র রঙিন মাছ অবমুক্ত করে কার্প গার্ডেন স্থাপন করা হয়েছে।

বাঘ ও সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্টোরা

বাঘ ও সিংহ বেষ্টিণীর দক্ষিণাংশে প্রতিরক্ষা দেয়াল ঘেঁষে রেস্টোরায়ে বসে অনায়াসে বাঘ দেখার জন্য বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্টোরা ও সিংহ দেখার জন্য সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্টোরা। এতে রয়েছে চা পানীয় ও খাবার দাবারের সু ব্যবস্থা। বর্ণিত ২টি রেস্টোরা চালু হয়েছে।

হাতীতে চড়া

পার্কের মধ্যাংশে আনুমানিক ১৫০.০ হেঃ এলাকা নিয়ে হাতীর বেষ্টনী তৈরী করা হচ্ছে। বৃক্ষরাজি সমৃদ্ধ এ বেষ্টনীতে হাতী অবমুক্ত করা হয়েছে। যেকোন পর্যটক হাতী দেখে ও চড়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। এ'ব্যাপারে হাতীর সংশ্লিষ্ট মাহুত আপনাকে সহায়তা প্রদান করবেন।

পর্যবেক্ষণ টাওয়ার

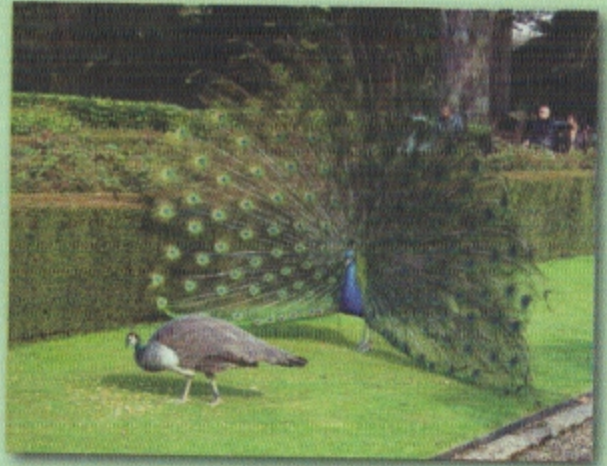
পর্যটকদের পার্কের ভিতরে অনায়াসে বিভিন্ন বেষ্টনীতে বিচরণরত বাঘ, সিংহ, হাতী, জেব্রা, জিরাফ ও হরিণ ইত্যাদি বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ করার জন্য টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।

জলাধার

সাফারী পার্কের অভ্যন্তরে বিচরণরত বন্য পশুপাখীর পানীয় জলের উৎস সৃষ্টির জন্য ৫০.০ হেক্টর এলাকায় ৮টি জলাধার খনন করা হয়েছে। জলাধারসমূহে প্রতি বছর অসংখ্য অতিথি পাখি অবস্থান করে থাকে যা পর্যটকদের আনন্দ দেবে।



কোর সাফারী পার্কে বিচরণরত সাধারণ হরিণ



ক্রাউন্ট ফিজেন্ট এভিয়ারীতে ময়ূর



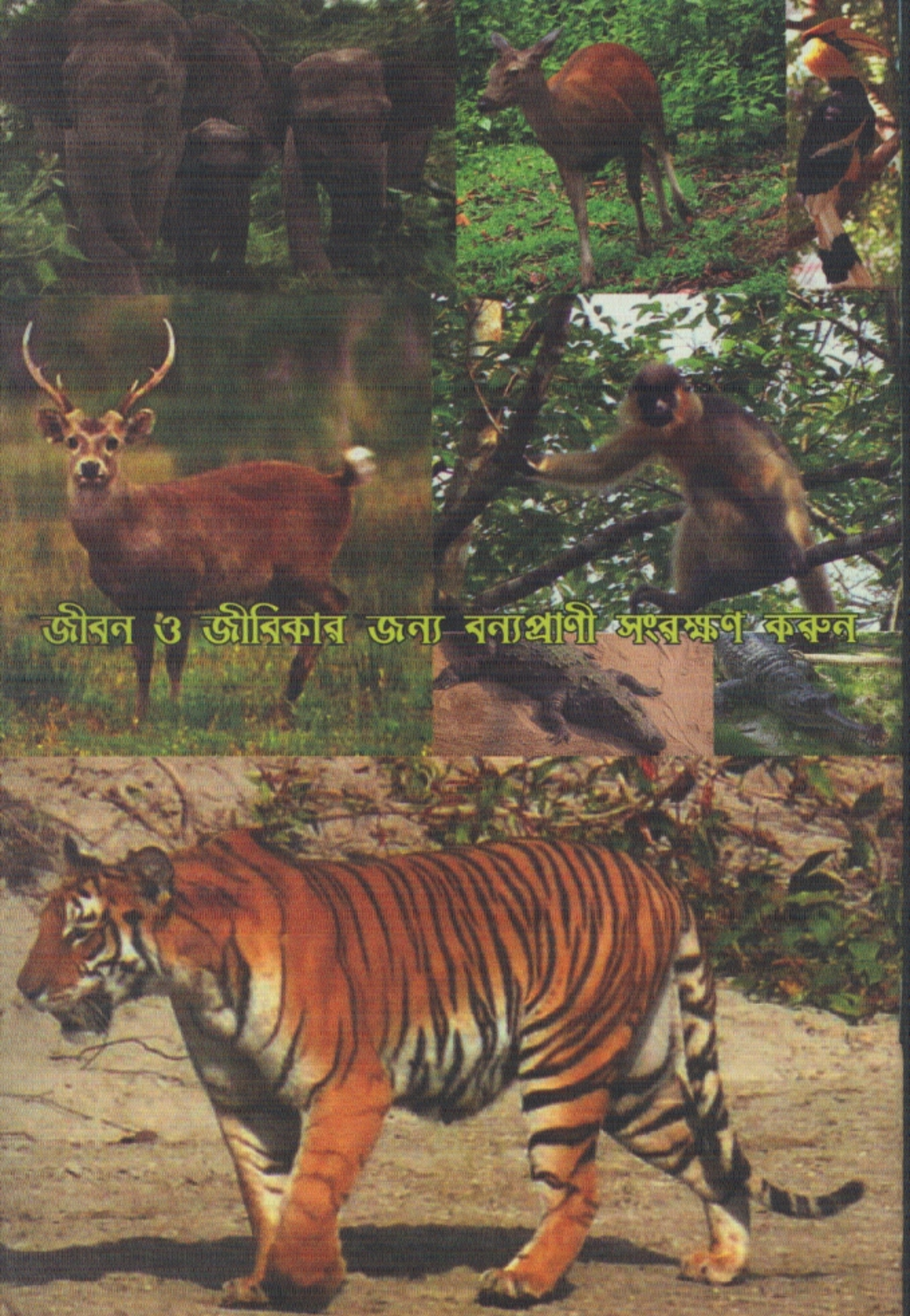
প্যারট এভিয়ারীতে বিভিন্ন জাতের প্যারট



পুনর্বাসন কেন্দ্রে
বাংলা শকুন

উপসংহার :

বিরল ও বিপদাপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বংশ বৃদ্ধি ও আবাসস্থল উন্নয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশী পর্যটকদের জন্য ইকোট্যুরিজম, চিত্তবিনোদন গবেষণা ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্কের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকল্পটির কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে এই সাফারী পার্কটি দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হবে। পার্কটির যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল মহলের সহযোগীতা, উপদেশ ও পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হবে।



জীবন ও জীবিকার জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করুন